দৈনিক
ইত্তেফাক

29 MAY 2017

বিদ্যালয় ছেড়ে কাজের সন্ধানে হাওরের শত শত শিক্ষার্থী

■ মহসিন মিয়া, খালিয়াজুরী (নেত্রকোনা) সংবাদদাতা

এবার আগাম বন্যায় হাওরদ্বীপ খালিয়াজুরীতে সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে খাদ্য সংকট দেখা দেওয়ায় উপজেলার সহস্রাধিক শিক্ষার্থী কাজ ও খাদ্যের সন্ধানে বিদ্যালয় ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। বিদ্যালয়ে টিকে থাকার জন্য পর্যাপ্ত সহায়তা না পেলে এখান থেকে শিক্ষার্থী চলে যাওয়ার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে আরো বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

চরম খাদ্য সংকট

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সামছুজ্জামান তালুকদার সুয়েব সিদ্দিকী জানান, খালিয়াজুরীর মানুষের জীবন-জীবিকার একমাত্র অবলম্বন 'বোরো ফসল' এবার বানের পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় এখানে চরম খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে।

হাওরদ্বীপ এ উপজেলায় খাদ্য চাহিদা মেটানোর বিকল্প কোনো পথ না থাকায় এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে শত শত শিক্ষার্থী কাজের সন্ধানে ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে পাড়ি জমাচ্ছে। হাওর পাড়ের বিদ্যালয় ছেড়ে শিক্ষার্থী চলে যাওয়া ঠেকানোর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অবিলম্বে গ্রহণ করতে না পারলে এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থায় চরম বিপর্যয় নেমে আসবে।

খালিয়াজুরী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু বক্কর সিদ্দীক বলেন, উপজেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এখন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কাগজে-কলমে সাত হাজার ২৬৬ জন আছে। বাস্তবে এর চেয়ে সহস্রাধিক শিক্ষার্থী কম রয়েছে। তারা অর্থ সংকটে পড়ে বিদ্যালয় ছেড়ে অন্য স্থানে কাজের সন্ধানে চলে যাওয়ায় শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

উপজেলার ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম জানান, এলাকায় অভাব মেটানোর ভরসা না পেয়ে সম্প্রতি প্রাথমিক স্তরের প্রায় দুই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে খালিয়াজুরী ছেড়ে গেছে। ফলে এসব শিক্ষার্থীর লেখাপড়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

কুতুবপুর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আলী আজমান জানান, এ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী ঝুমুর সরকার, সুইটি সরকার ও অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী পপি সরকারসহ অন্তত ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ের প্রত্যয়নপত্র ও প্রশংসাপত্র নিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। এ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর পরিবার এবার ফসল হারিয়ে অর্থিক দুর্দশায় পড়লেও এখানে কোনো কর্মসংস্থান কিংবা সরকারি-বেসরকারি সাহায্য-সহায়তা পায়নি বলে স্বপরিবারে এলাকা ছেড়েছে। কাজ ও খাদ্যের সন্ধানে অন্যত্র চলে যাওয়ায় তাদের শিক্ষা জীবনে অন্ধকার নেমে আসছে।

খালিয়াজুরী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র হৃদয় চক্রবর্তী জানায়, তার স্বপ্ন ছিল উচ্চ শিক্ষা শেষ করে শিক্ষক হবার। কিন্তু এবার বন্যার কারণে এখানে খাদ্য সংকট দেখা দেওয়ায় লেখাপড়া ছেড়ে সে পোশাক কারখানার শ্রমিক হতে বাধ্য হয়েছে। এখানকার অসংখ্য শিক্ষার্থী তার মতো বিদ্যালয় ত্যাগ করে শ্রমিকের খাতায় নাম লিখিয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ তোফায়েল আহমেদ জানান, এখানকার বিদ্যালয় ছেড়ে শিক্ষার্থী চলে যাবার বিষয়টির বিস্তারিত খোঁজ-খবর নেওয়া হচ্ছে। এখানে শিক্ষার্থী ধরে রাখতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিবারকে সরকারি সহায়তা বিশেষ করে ভিজিএফ'র আওতায় আনার চেষ্টা করা হবে।